ধানের শীষে ভোট দিলে দেশের মানুষ প্রকৃত মালিকানা ফিরে পাবে

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী জেলা বিএনপির সভাপতি, বিজিএমইএ সভাপতি ও কেন্দ্রীয় বিএনপির উপ-কোষাধ্যক্ষ মাহমুদ হাসান খান বাবু দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের দেউলী, চিৎলা, বদনপুর, মুক্তারপুর ও হাতভাঙ্গায় পথসভা করেছেন। গতকাল শুক্রবার বিকাল তিনটা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে এই পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে তিনি দলীয় অবস্থান, গণতান্ত্রিক অধিকার এবং এলাকার উন্নয়নমূলক প্রতিশ্রুতি নিয়ে কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, “হাজার মাইল দূর থেকে যদি বিএনপির মতো এতবড় একটি দলকে জুলুম ও নির্যাতনের পরও ঐক্যবদ্ধ রাখা যায়, একই ছাতার নিচে রাখা যায়, তবে আমরা যদি তারেক রহমানকে ভোটের মাধ্যমে আগামী দিনের প্রধানমন্ত্রী করতে পারি, তাহলে দেশের মানুষ তাদের রাষ্ট্র মালিকানা, গণতান্ত্রিক অধিকার, ভোটের অধিকার সবকিছু ফিরে পাবে। দেশের জনগণই দেশের প্রকৃত মালিক এবং সেই মালিকানা ফিরে পাবে।”

তিনি আরও বলেন, পাঁচ বছর পরপর নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জনগণ নিজের ভোটের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করতে পারবে। সর্বশেষ তিনি আগামী ২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহবান জানান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিল্টন, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, যুগ্ম সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রফেসর আবুল হাসেম, উপজেলা মহিলা সভানেত্রী সালমা জাহান পারুল, সদর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কুতুবউদ্দিন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনসার আলী, উপজেলা যুবদলের আহবায়ক মাহবুবুর রহমান বাচ্চু, সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টন, যুগ্ম আহবায়ক আরিফুল

ইসলাম আরিফ, সোহেল রানা, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জাকির হোসেন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি শাজাহান খান, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আফজালুল রহমান সবুজসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

আলমডাঙ্গায় দেশীয় অস্ত্র ও ককটেলসহ তিন বিএনপি নেতা গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় অভিযান চালিয়ে দেশীয় অস্ত্র, অবিস্ফোরিত ককটেল ও হরিণের চামড়াসহ সাবেক ডাউকি ইউনিয়ন বিএনপির সেক্রেটারি আব্দুল হান্নানসহ তিন বিএনপি নেতাকে গ্রেফতার করেছে যৌথবাহিনী।

গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের ছত্রপাড়া এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন আলমডাঙ্গা সেনা ক্যাম্প কমান্ডার মেজর রাফিদুল ইসলাম প্রামাণিক।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের ছত্রপাড়া এলাকার মৃত বদর উদ্দীনের ছেলে আব্দুল হান্নান (৪৫), রবিউল ইসলামের ছেলে শামিম হোসেন (৪৭) ও মনিরুল ইসলামের ছেলে লাল্টু রহমান (৪০)। তারা তিনজনই বিএনপি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত বলে জানা গেছে।

এ সময় তাদের কাছ থেকে ৭টি দেশীয় ধারালো অস্ত্র, ২টি অবিস্ফোরিত ককটেল বোমা, ৩টি ফালা, ১টি হরিণের চামড়া ও ১টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। শুক্রবার সকালে আটকৃত তিন আসামিসহ উদ্ধারকৃত অস্ত্রগুলো আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নাশকতার উদ্দেশ্যে কয়েকজন ব্যক্তি ছত্রপাড়া এলাকায় দেশীয় অস্ত্র ও ককটেলসহ অবস্থান করছে এমন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তিনজনকে আটক করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে ৭টি দেশীয় ধারালো অস্ত্র, ২টি ককটেল বোমা, ৩টি ফালা ও ১টি হরিণের চামড়া উদ্ধার করে যৌথবাহিনী। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও

বিস্ফোরক আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) মাসুদুর রহমান জানান, দেশীয় অস্ত্র, ককটেল ও হরিণের চামড়াসহ তিনজনকে আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে তাদের চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে পাঠানো হবে।

মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির মেহেরপুর-১ আসনের দলীয় মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে মিছিলটি পুনরায় জেলা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি মীর গোলাম ফারুক, সাবেক আইনবিষয়ক সম্পাদক আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ, সাধারণ সম্পাদক এহান উদ্দিন মনা, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মোশারফ হোসেন তপুসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ।

বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেওয়া নেতাকর্মীরা মেহেরপুর-১ আসনের মনোনয়ন

পুনর্বিবেচনার দাবি জানিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন।

গাংনীতে মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে মেহেরপুরের গাংনীতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিএনপি। বৃহস্পতিবার বিকেলে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে এ বিক্ষোভ মিছিল বের হয়।

গাংনী উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে উপজেলা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা ও সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির নেত্রী ফরিদা পারভীন, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রাশিদুল ইসলাম সোহাগ, মটমুড়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হামিদুল হক, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সুমন এডাম, ইমন হোসেন, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল ইসলাম বিপ্লব, গাংনী উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি রিপন হোসেনসহ উপজেলা ও ইউনিয়ন বিএনপির বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা।

বক্তারা অভিযোগ করেন, জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন না দেওয়ার পর থেকেই গাংনীসহ জেলায় দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে। তার প্রতি দলের নেতা-কর্মীদের আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও মনোনয়ন না দেওয়া অন্যায় হয়েছে বলে দাবি করেন তারা।

জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি চলবে বলে জানান নেতারা। তারা বলেন, দলের চূড়ান্ত মনোনয়নে জাভেদ মাসুদ মিল্টনের নাম অন্তর্ভুক্ত না করা হলে আন্দোলন আরও বেগবান করা হবে।

বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় মেহেরপুরে বিএনপির দোয়া মাহফিল

বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় মেহেরপুরে বিএনপির দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে শহরের শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সভাপতিত্বে দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুণ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, মানুষের অধিকারের জন্য এই দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য যে নেত্রী যে নেতা দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে লড়াই করে গিয়েছেন। লড়াই হবে মানুষের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াই হলো একমাত্র পথ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী সরকার প্রতিষ্ঠা করার।

বেগম খালেদা জিয়া ভারতের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য লড়াই করেছেন। শুধু ভারত নয় পৃথিবীর কোন দেশ বাংলাদেশের মানচিত্রকে যদি কাঁপছে ধরে তার বিরুদ্ধে রাজপথের সংগ্রামে আমরা থাকবো ইনশাল্লাহ। ভোটের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বেগম খালেদা জিয়ার সোজা হয়ে দাঁড়ানো। বেগম খালেদা জিয়া যদি সোজা হয়ে দাঁড়ায় বাংলাদেশের ১৮ কোটি মানুষ ৫৬ হাজার বর্গমাইল ৬৮ হাজার গ্রামের মানুষ আবার সোজা হয়ে দাঁড়াবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি এ. কে. এম. খাইরুল বাশার, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহিম, জেলা শ্রমিক দলের সভাপতি আহসান হাবীব সোনা, জেলা তাঁতীদলের সভাপতি আব্দুল্লাহ মাস্টার বাবলু, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির প্রমুখ।

এছাড়াও এসময় জেলা বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীসহ অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। পরে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

মেহেরপুর-১ আসনে যদি কোনো এক্সিডেন্ট হয়, সেটা এই মনোনয়নের কারণেই হবে

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান বলেছেন, আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছে আমরা আকুল আবেদন করতে চাই মেহেরপুরে জেলা বিএনপির প্রতিটা মানুষের কাছে আপনার গোয়েন্দা টিম পাঠান। মেহেরপুরের জেলা বিএনপিকে যারা ভালোবাসে, তাদের কাছে আপনারা গোয়েন্দা টিম পাঠান কাকে দিয়ে মেহেরপুর-১ আসন বের করে নিয়ে আসা সম্ভব। মেহেরপুর-১ আসনে যদি কোনো এক্সিডেন্ট হয়, সেটা এই মনোনয়নের কারণেই হবে আমি মনে করি।

মেহেরপুর-১ আসনের দলীয় মনোনয়ন পুনঃবিবেচনার দাবিতে রবিবার বিকেলে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে বিশাল গণজমায়েত অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই গণজমায়েতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, আমরা জেলা বিএনপি যে নির্দেশ দিব, সে নির্দেশ অনুযায়ী আপনারা কাজ করবেন। আমরা চাই যাকে মনোনয়ন দেওয়া হোক সমস্ত ওয়ার্ডে, সমস্ত ইউনিয়নের জেলা বিএনপি, থানা বিএনপি, পৌর বিএনপি সমস্ত জায়গায় জেলা বিএনপির অফিস আছে। সে সকল অফিস থেকে আমরা ধানের শীষের কান্ডারি নিয়ে নির্বাচন করব। ওয়ার্ড কমিটি

করেছি আমরা ভোটের মাধ্যমে, ইউনিয়ন কমিটি করেছি ভোটের মাধ্যমে, পৌর কমিটি করেছি ভোটের মাধ্যমে, জেলা কমিটি করেছি ভোটের মাধ্যমে। আমরা কোনো জায়গায় কোনো কারচুপি করিনি। আমরা সমস্ত জায়গায় জনগণের মতামতের ভিত্তিতে কমিটি করেছি।

জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি ইলিয়াস হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গণজমায়েতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আনসার উল হক, হাফিজুর রহমান হাফি, মীর গোলাম ফারুক, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ, ওমর ফারুক লিটন, সাবেক সদস্য জাকির হোসেন, সাবেক আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট আবু সালেহ নাসিম, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাসসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে আমিরুল ইসলাম বলেন, আমরা আশা করেছিলাম আমাদের কমিটির মধ্যে থেকে যোগ্য কাউকে মনোনয়ন দেওয়া হবে। হঠাৎ করে সম্ভবত প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। হতাশার কিছু নেই আপনাকে অপেক্ষা করতে বলেছিলাম ডিসেম্বরের ১৫ তারিখ পর্যন্ত। আপনি অপেক্ষা করেছেন। আপনারা আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করুন। আমরা আশাবাদী আজকের শামসুজ্জোহা পার্কে উপস্থিত মানুষের ভাবনা, উপস্থিত বিএনপি মানুষের ভাবনা আপনারা যা চাচ্ছেন, আমাদের সকলের নেতা তারেক রহমান সেটা বুঝতে পারবেন। আমরা আশা করছি অচিরেই একটা ভালো খবর আপনারা পাবেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জাকির হোসেন বলেন, সেই বিতর্কিত মাসুদ অরুণকে প্রাথমিকভাবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। মেহেরপুর জেলা কমিটি, মেহেরপুর ওয়ার্ড কমিটি, মেহেরপুর-১ আসন এই মনোনয়ন মানে না। তাই হাই কমিটিকে অনুরোধ জানাই অবিলম্বে মেহেরপুর-১ আসনের এই প্রাথমিক মনোনয়ন যাকে দিয়েছেন পুনঃবিবেচনা করুন। পুনঃবিবেচনা করতে হবে। এই শামসুজ্জোহা পার্কের সমস্ত মানুষের একটাই দাবি মেহেরপুর-১ এর মনোনয়ন পুনঃবিবেচনা করতে হবে।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন।

গণজমায়েতে নেতাকর্মীরা একবাক্যে মনোনয়ন পুনঃবিবেচনার দাবি জানান এবং আগামী নির্বাচনে দলের বিজয় নিশ্চিত করতে ঐক্যবদ্ধ থাকার

বিএনপি বেহেশতের টিকিট দিতে পারবে না

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেছেন, বিএনপি বেহেশতের টিকিট দিতে পারবে না। তাই আমরা এ ধরনের প্রতিশ্রুতি দিতে পারবো না। তবে আমরা এলাকার উন্নয়নের বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি।

গতকাল শনিবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে চুয়াডাঙ্গা উপজেলার জীবননগর ইউনিয়নের মনোহরপুরে একাধিক পথসভায় তিনি এই মন্তব্য করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি বলেন, আমরা বিএনপির পক্ষ থেকে সেই কথাগুলো বলি যা বাস্তবায়নযোগ্য। যা সম্ভব নয়, বা অসম্ভব, সেটা আমরা বলি না। আমরা কৃষির উন্নয়নের কথা বলি, শিক্ষার উন্নয়নের কথা বলি, তরুণ প্রজন্মের বেকারত্ব কমানো এবং দেশকে এগিয়ে নেওয়ার কথাই বলি।

তিনি আরও বলেন, বিগত ১৭ বছরের আন্দোলন-সংগ্রামে জাতীয়তাবাদী দলের নেতা-কর্মীরা সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হয়েছেন। হামলা, মামলা, গুম এবং বিভিন্ন প্রলোভনের কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা। তার চেয়েও বেশি ক্ষতি হয়েছে দেশের গণতন্ত্র ও সাধারণ মানুষের।

মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, ভোটের মাধ্যমে যেটা নির্ধারিত হবে, তা হলো আগামী দিনে দেশের উন্নয়ন কী হবে। আর বেহেশতে যাওয়া, জান্নাতে যাওয়া এটা ব্যক্তিগত কর্ম। কেউ যদি কোরআন শরীফের আড়ালে ছোট ছোট প্রলোভন দেখিয়ে ভোট প্রভাবিত করার চেষ্টা করে, তবে জনগণ বুঝবে।

পথসভায় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক

খালিদ মাহমুদ মিল্টন, জীবননগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আনোয়ার হোসেন খান খোকন, সাবেক সভাপতি আক্তারুজ্জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক আলতাফ হোসেন, জীবননগর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব রিমন, মনোহরপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং ইউনিয়ন বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের অন্যান্য নেতা-কর্মী।

দর্শনায় হরিজন সম্প্রদায়ের সাথে বিএনপির নির্বাচনী মতবিনিময় সভা

দর্শনার আমতলা এলাকায় হরিজন সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিএনপির নির্বাচনী মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক মাহবুবুল ইসলাম খোকনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন দর্শনা পৌর বিএনপির অন্যতম সমন্বয়ক মশিউর রহমান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, আপনারা ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দিলে হরিজন সম্প্রদায়ের জন্য আরও ভালো ব্যবস্থা ও সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। বাংলাদেশ একটি সম্প্রীতির দেশ এ দেশে হিন্দু- মুসলমানসহ সব জাতি-ধর্মের মানুষ মিলেমিশে বসবাস করে আসছে। অতীতেও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল হরিজন সম্প্রদায়ের পাশে ছিল, ভবিষ্যতেও আমরা আপনাদের জন্য কাজ করে যাব।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক রেজাউল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুল মোল্লা, বিএনপি নেতা হাবিবুল্লা বিশ্বাস, সাবেক সেনা সদস্য আব্দুল হামিদ, দর্শনা পৌর যুবদলের সদস্য সচিব জালাল উদ্দীন, ছাত্রনেতা মোফা আরিফসহ বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী।

হরিজন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে রংনাল, ভুইফোড়সহ অনেকে উপস্থিত

ছিলেন।

গাংনীতে বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেনের বিশাল মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী, সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আমজাদ হোসেনকে স্বাগত জানিয়ে গাংনীতে হাজারো মোটরসাইকেলের বিশাল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকালে কুষ্টিয়া-মেহেরপুর মহাসড়কের বাওট এলাকা থেকে শোভাযাত্রাটি শুরু হয়ে গাড়াডোব ঘুরে গাংনী বাজারে দলীয় কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

বিএনপি নেতাকর্মীরা দাবি করেছেন, এর আগে গাংনী আসনে এত সংখ্যক মোটরসাইকেল নিয়ে কোনো প্রার্থী নির্বাচনী শোভাযাত্রা করেনি। তাদের মতে, এ শোভাযাত্রা মেহেরপুর-২ আসনে বিএনপির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে থাকবে।

প্রায় ২০ কিলোমিটারজুড়ে হাজার হাজার মোটরসাইকেল শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়ায় এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং বিএনপি নেতাকর্মীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়ে। এতে নেতাকর্মীদের মনোবল আরও চাঙা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু। তিনি বলেন, দলীয় দুঃসময়ে যিনি বিএনপিকে ধরে রেখেছেন, সেই প্রার্থী আমজাদ হোসেন মনোনয়ন পাওয়ার পর থেকে গণসংযোগ ও সভা-সমাবেশে মানুষের ঢল নামছে। ধানের শীষ প্রতীকে তিনি বিপুল ভোটে বিজয়ী হবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।

শোভাযাত্রা শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে প্রার্থী আমজাদ হোসেন বলেন, বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত

চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে নেতাকর্মীরা ঐক্যবদ্ধ। শহর থেকে গ্রাম সবখানে জনগণ ধানের শীষের পক্ষে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রচারণা চালাচ্ছেন এবং ৩১ দফা কর্মসূচি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছেন।

তিনি আরও বলেন, বিএনপির একটাই বলয় বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান। দলের সবাই আমার আপনজন, আমার দরজা সবার জন্য খোলা। যারা এখনো দ্বিধায় আছেন, তাদেরও ধানের শীষের পক্ষে ফিরে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন প্রার্থী আমজাদ হোসেন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান, উপদেষ্টা নাসির উদ্দীন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক সাজেদুর রহমান বুলবুল, জেলা কৃষক দলের সদস্য সচিব মিজানুর রহমানসহ বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী।

শোভাযাত্রাকে ঘিরে গাংনীজুড়ে দিনজুড়ে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ।

গাংনীর বিএনপিতে অভ্যন্তরিণ দ্বন্দ্ব জনস্বার্থকে ছাপিয়ে যায়

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে আসন্ন সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি একটি গভীর সংকটের প্রতিচ্ছবি ।

দলীয় প্রার্থীর নাম ঘোষণার পর থেকেই গাংনীর রাজনৈতিক অঙ্গনে যে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি চলমান, তা কেবল স্থানীয় উত্তেজনা বাড়াচ্ছে না, বরং বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথেও বড় বাধা সৃষ্টি করছে। একদিকে মনোনীত প্রার্থীর ধানের শীষের জন্য ভোট প্রার্থনা, অন্যদিকে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ—এই দুই বিপরীতমুখী স্রোত বিএনপির দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য এবং সংহতির ওপর একটি কঠিন প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দিয়েছে।

রাজনৈতিক দলগুলিতে মনোনয়নকে কেন্দ্র করে অসন্তোষ নতুন নয়। তবে গাংনীর ঘটনা কেবল সাধারণ ক্ষোভের প্রকাশ নয়; এটি একটি সুসংগঠিত বিদ্রোহ। দলীয় হাইকমান্ড সাবেক এমপি আমজাদ হোসেনকে মনোনীত করার পরও, জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের অনুসারীরা কঠোর অবস্থানে রয়েছেন। তাঁদের বিক্ষোভ মিছিল এবং মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবি স্পষ্ট করে যে স্থানীয় নেতৃত্বে আস্থার ঘাটতি রয়েছে, যা দলের তৃণমূলের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিচ্ছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনের ঠিক আগে এই ধরনের বিভেদ জনমনে ভুল বার্তা দিচ্ছে এবং দলের মূল আদর্শ থেকে মনোযোগ সরিয়ে দেয়।

দেখা যাচ্ছে, আমজাদ হোসেন তার নির্বাচনী প্রচারে দলের ঘোষিত ‘৩১ দফা কর্মসূচি’ এবং তারেক রহমানের বার্তা নিয়ে ভোটারদের দুয়ারে যাচ্ছেন। এটি নিঃসন্দেহে দলের একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। কিন্তু যখন একই সময়ে দলের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে রাস্তায় বিক্ষোভ করে, তখন সেই ইতিবাচক প্রচেষ্টা ম্লান হয়ে যায়।

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের মতো একটি মহৎ উদ্দেশ্য সফল করতে হলে প্রয়োজন ইস্পাত-কঠিন সংহতি। একটি শক্তিশালী জনমত গড়ে তোলার কথা ছিল, কিন্তু অভ্যন্তরীণ কোন্দল সেই মূল্যবান সময় এবং সুযোগের অপচয় করছে। সাধারণ ভোটারদের মনে এই প্রশ্ন জাগাচ্ছে যে, যে দল নিজেদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখতে পারে না, তারা কীভাবে দেশের শাসনভার গ্রহণ করবে?

বিএনপি হাইকমান্ডের উচিত এই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে হালকাভাবে না নিয়ে দ্রুত এর সমাধান করা। হয় মনোনীত প্রার্থীকে সব পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে, অথবা বিচক্ষণতার সঙ্গে এমন একটি সমাধান খুঁজতে হবে যা উভয় পক্ষের নেতৃত্বকে সন্তুষ্ট করে এবং সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে নির্বাচনী মাঠে নামতে সাহায্য করে। দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে স্মরণ রাখতে হবে যে, ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, এবং দলের চেয়ে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ সবার আগে।

গাংনীর চলমান পরিস্থিতি মেহেরপুর-২ আসনে বিএনপির নির্বাচনী সম্ভাবনাকে ঝুঁকিতে ফেলছে। ধানের শীষের পক্ষে যে গণজোয়ারের প্রত্যাশা করা হচ্ছে, তা কেবল তখনই সম্ভব যখন দল তার ভেতরের বিভেদ মিটিয়ে একটি একক ও শক্তিশালী ফ্রন্ট হিসেবে কাজ করবে। যদি এই দোটানা অব্যাহত থাকে, তবে তা শুধু একটি আসনের পরাজয় নয়, বরং বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথেও একটি গভীর ক্ষত তৈরি করবে।

সংহতি ফিরিয়ে আনাই এখন গাংনী বিএনপির জন্য একমাত্র অগ্নিপরীক্ষা।